

নিরাপত্তাহীনতার শহরে একদল গ্রে-হাউন্ডস

কাজী জহিরুল ইসলাম

একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটছে। একটি হলুদ ভ্যান হেঁটে যাচ্ছে। পেছনের দরোজা খোলা। ভেতরে ছয়ফুট লম্বা একটি ভাটিকেল বেঞ্চ। দু'পাশের হাঙ্গারে বাঁধা আটটি কুকুর। নেকড়েমুখো আটটি গ্রে-হাউন্ডস। ওদের মাঝখানে, বেঞ্চের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে এক কালো যুবক। রাতে ঘুম হয়নি বোধ হয়। ভ্যান থামে এক ধনী ফরাসী ব্যবসায়ীর গাটে। উঠে দাঁড়ায় কালো যুবক। কুকুর বদল হয়। বাসী কুকুর উঠে আসে ভ্যানে, ভ্যান থেকে নেমে যায় একটি তাজা কুকুর। কিছুক্ষণ ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করে ওরা সৌহার্দ্য বিনিময় করে। আঁড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে ওঠে সবুজ লেগুন। লেগুন থেকে উঠে আসা ঠান্ডা বাতাসে বড় করে একটা হাই তোলে ওরা। ক্লান্তি ঝরে বাসী কুকুরগুলো। আবারো ভ্যান চলতে থাকে। আবিদজানের অভিজাত এলাকাগুলোতে এখন প্রতিদিন ভোরে এমনি করে প্রহরী কুকুরেরা কাজে বেরিয়ে পড়ে। ওরা ডিউটি করে ২৪ ঘন্টা। পরদিন ঠিক এ সময়েই ওদের ছুটি। ফিরে যায় নিরাপত্তা কোম্পানীর খোয়াড়ে, ওদের বাসায়।



নিরাপত্তা এখন একটি বড় ইস্যু এ শহরের। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কর্মীদের হাতে হাতে ওয়াকি-টকি। গরম হয়ে ওঠে যখন-তখন। সামনে নির্বাচন, গোত্রদ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। হাজার হাজার ডিজিটাল চোখ আবিদজানের ওপর, পলকহীন, নিদ্রাহীন। ফরাসী স্বার্থ, মার্কিনী স্বার্থ। মিটিং হচ্ছে দফায় দফায়। প্রকাশ্যে-গোপনে। আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী শার্লস কোনান বেনির নেতৃত্বে সারা দেশে আইডেন্টিফিকেশন এবং ডিজ-আর্মামেন্ট চলছে। প্রেসিডেন্ট বাগবো বিম মেরে আছেন। দেখছেন সবকিছু। যে কোন সময় দাবার ঝুঁটি চালবেন। কি চাল দেবেন এটাই এখন ভাববার বিষয়। ভাবছেন দেশী-বিদেশী মাথা। ঘামছেন অনবরত। আইডেন্টিফিকেশন চান না প্রেসিডেন্ট। তাহলে বুরকিনা ফাসো, মালি এবং নিজার থেকে আসা দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সেটেলারস, যাদের প্রায় সবাই মুসলমান, নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। ওরা ভোট দেবে আলাসান উয়াত্তারাকে, বাগবোর প্রতিপক্ষ। অন্যদিকে ডিজ-আর্মামেন্ট চান না উয়াত্তারা সমর্থিত গেরিলা

নেতা গুইলামো সেরো। কারণ বাগবোকে বিশ্বাস নেই। নিরস্ত্র হলেই আক্রমণ চালাতে পারে বাগবোর পেটোয়া বাহিনী ইয়াং পেট্রিয়ট, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রেসিডেন্ট বাগবোর স্ত্রী মিসেস সিমন বাগবো। একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ফরাসী বাড়িগুলির চারদেয়াল আরো উঁচু হচ্ছে। দেয়ালের ওপর কাঁটাতার লাগছে। নানান রকম সিকিউরিটি ইকুইমেন্ট আসছে বিদেশ থেকে। নতুন নতুন কোম্পানী খাড়া হচ্ছে। গ্রুপ ফোর সিকুরিকোর, ভিগাসিসতান্স, লাভাগার্ড, ভিপঅ্যাসিসতান্স আরো কতো কি। কানাডা থেকে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আসছেন, আমেরিকা থেকে আসছেন, ইংল্যান্ড থেকে আসছেন। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এখন এ শহরের ধনী মানুষেরা। সকলের হাতে হাতে রিমোট কন্ট্রোল প্যানিক এ্যালার্ম। শুধু লাল বাটনটাতে চাপ দিলেই হলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গরিলার মতো দীর্ঘদেহী একদল কালো দাস ছুটে আসবে। সঙ্গে দুটো গ্রে-হাউন্ডস। বিচক্ষণ কুকুরেরা প্রাণ বাঁচাবে। মান বাঁচাবে। সম্পদ বাঁচাবে। মার্সিডিজ, প্রাড়ো, পুজো, বিএমডব্লিউ, ভক্স-ওয়াগন, শেভ্রোলেরা অতি সতর্কতার সঙ্গে চাকা ফেলছে রাস্তায়। যে কোন সময় ইয়াং পেট্রিয়টের রড এসে আছড়ে পড়তে পারে গায়ের ওপর।



শুধু বিদেশীরাই না। আতঙ্কে আছেন দেশী ধনীরাও। ক্ষমতা বদল হলে অনেক কিছু ঘটতে পারে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের পাহাড়ে ভূমিকম্প হতে পারে। ধুসে যেতে পারে বালির বাঁধের মতো। যারা ডিরেক্টর (সর্বোচ্চ সরকারী পদ), যারা ব্যাংকসমূহের প্রধান, যারা পুলিশ, জেন্ডার্ম (আধা-সামরিক বাহিনী) এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান, যারা কাস্টমস, ফরেস্ট বিভাগের প্রধান, যারা রাজনৈতিক দলের নেতা তাদের সম্পদের পাহাড় এখন কাঁপছে। তাদের বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠছে। তাদের বিলাসবহুল বাথলোগুলোর শ্বেতপাথরের শরীর সুতানালী সাপের মতো পেচিয়ে ধরছে ঘাসের ডগা। সুইস ব্যাংক, ফরাসী ব্যাংকগুলির পোট ফুলছে। পাড়ি জমানোর আয়োজন করছে কেউ কেউ। তালিকা তৈরী হচ্ছে। তালিকা তৈরী করছে দু'পক্ষই।

এসবের ভেতরেও রোজ বিদেশিরা আসছে। সুপারমার্কেটগুলোর র্যাক উড়ে যাচ্ছে। বারগুলো জমে উঠছে উইক-এন্ডে। বোতল বোতল হুইস্কি, শ্যাম্পেইন হাওয়া। কানে তাল লাগানো মিউজিকের তালে নাচছে আবিদজান। রাতের সুন্দরীরা, নিশিকন্যারাও থেমে নেই। থেমে নেই মানুষের জীবন। শুধু একটা আতঙ্ক, একটা ভয়ের ছায়া পায়ে পায়ে হাঁটছে। সমূহ কোন শব্দের শব্দ হচ্ছে শহরের কোথাও। এ শব্দতরঙ্গ ধরার সাধ্য নেই শহরবাসী মানুষের। অতি সুক্ষ্ম এ শব্দ। অধশব্দ। মানুষ নয়, কেবল কুকুরেরাই পারে এ শব্দ শুনতে। তাই শহরের সমস্ত ধনী মানুষের বাড়িতে এখন প্রহরী কুকুরের খুব কদর।

একদল নেকড়েমুখো কালো গ্রে-হাউন্ডস হলুদ ভ্যান থেকে নেমে বীরদর্পে হেঁটে যাচ্ছে ওদের খোয়াড়ের দিকে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৩১ জুলাই, ২০০৬